MJF Cartoon Book

Tools

তথ্য চাইলে দিতেই হবে
আইন বলেছে তাই

এড়িয়ে যাবার কোন সুযোগ
এখন যে আর নেই

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
বাড়ি ১০, রোড ১, ব্লক এফ, বনানী মডেল টাউন, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮-০২-৮৮২৪৩০৯, ৮৮১১১৬১, ৯৮৯৩৯১০
ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৮৮১০১৬২
ওয়েব : www.manusher.org

স হ যো গি তা য়
UKaid from the Department for International Development
NORWEGIAN EMBASSY

তথ্য আনে স্বচ্ছতা
জনগনের ক্ষমতা

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance

১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০৮
২য় প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১১

প্রকাশক মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

পরিকল্পনা *শাহানা হুদা*
কোঅর্ডিনেটর, মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

সম্পাদনা *সানজিদা সোবহান*
কোঅর্ডিনেটর (গভর্নেন্স), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন
ডেপুটি ম্যানেজার (আরটিআই), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

কার্টুন *শাহরিয়ার খান*
সাদাত
শিখা
রকিবুল হক রকি

অলংকরণ জি এম কিরণ

মুদ্রণ ট্রান্সপারেন্ট

আমাদের দেশ বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাজিত করে।

আমরা এই দেশের নাগরিক। ভোট দেয়া আমাদের অধিকার। আমাদের এই ভোটেই সরকার নির্বাচিত হয়। সরকার বদলও হয় আমাদের ভোটে। আমরা যেই টাকা কর হিসেবে দেই, সেই টাকায় সরকার ও রাষ্ট্র চলে। তাই সরকার ও রাষ্ট্রের ওপর আমাদেরও কর্তৃত্ব আছে।

নাগরিক হিসাবে আমাদের কতগুলো অধিকার আছে। এর মধ্যে কয়েকটি-

- ✓ জানার অধিকার
- ✓ জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার
- ✓ যেকোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন ও তা প্রচারের অধিকার
- ✓ ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র কোন বৈষম্য করবে না
- ✓ সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী

জানার অধিকার মানে কি ?

সরকারের বিভিন্ন কাজকর্ম, সিদ্ধান্ত, চুক্তি নথিপত্র হিসাব-নিকাশ, রেকর্ড, আয়-ব্যয় সবকিছু জানার অধিকার আমাদের আছে। প্রয়োজন হলে সরকারের বিভিন্ন নথিপত্র দেখার ও পাওয়ার অধিকারও আছে।

শুধু সরকারি নয়, সরকারি ও বিদেশী ফান্ডে চলা এনজিও সংস্থা থেকেও তথ্য পাবার অধিকার জনগনের আছে। এছাড়া আমরা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য পেতে পারি তাদের নিয়ন্ত্রক অফিস থেকে। প্রতিটি সরকারেরই দায়িত্ব হলো জনগণকে সঠিক তথ্য প্রদান করা।

জানার অধিকার পেলে আমাদের কী সুবিধা ?

প্রায়ই আমাদের মনে হয় সরকারি অফিস-আদালত, হাসপাতালের অনেক কিছুই গোলমেলে। এখানে যা যা জানা আমাদের দরকার তা আমরা জানতে পারছি না, বা পাওয়ার কথা, তা পাচ্ছিনা। আমরা জানতেও পারি না কি কি সেবা আমাদের পাবার কথা, যেটা পাচ্ছি সেটা নিয়মমত হচ্ছে নাকি আমি বঞ্চিত হচ্ছি কিনা ইত্যাদি।

সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের অনেক হিসাব আমাদের পাওয়ার কথা, জানার কথা। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা তা জানতে পারি না। প্রশ্নগুলো মনেই থেকে যায়। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে এরকম অনেককিছুই আমরা জানতে পারবো

আমরা যা জানতে পারবো

১. বন্যার পর আমাদের এলাকার জন্য সরকার কত গম/চাল দিলো ? আমরা কি তা ঠিকমতো পেলাম নাকি কালোবাজারে চলে গেল ?

২. সরকারি স্কুলে দেয়া বরাদ্দ গম কি ঠিকঠাকমতো খরচ হচ্ছে ?

৩. সরকারকে কর না দিয়ে কোন কোম্পানি ব্যবসা করে যাচ্ছে ?

৪. দেশে কত গ্যাস মজুদ আছে। গ্যাস কোম্পানিগুলো কিসের ভিত্তিতে ব্যবসা করছে ?

৫. এনজিওগুলোর টাকা আসছে কোথা থেকে, আর এসব টাকা যাচ্ছেইবা কোথায় ?

৬. এলাকার ভাঙ্গা রাস্তা কেন মেরামত হচ্ছে না? এগুলো মেরামতের দায়িত্ব কার ?

৭. যে লোকটি আমার এলাকা থেকে ভোটে দাঁড়ালো তার আয়ের উৎস কি অথবা কি তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ?

৮. পেনশন পেতে দেরি হচ্ছে কেন ?

৯. বয়সকভাতা যাদের পাওয়ার কথা, তারাই কি পাচ্ছে ? নাকি অন্য কেউ, সুবিধাভোগী কেউ তা নিয়ে যাচ্ছে ? না কি এখানেও কোন দূর্নীতি হচ্ছে ?

১০. অভিবাসী শ্রমিক সরকার নির্ধারিত টাকায় বিদেশ যেতে পারছে কিনা ?

নতুন শ্রম আইন অনুযায়ী কোনো মালিক নিয়োগপত্র না দিয়ে কোনো শ্রমিক নিয়োগ করতে পারবেন না। বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক শ্রমিককে পরিচয়পত্র দিতেই হবে। নিয়োগপত্র পাওয়া শ্রমিকের অধিকার। এ নিয়ম না মানলে সংশ্লিষ্ট মালিকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যাবে এবং মালিক তিনমাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

তথ্য পেলে এভাবে আমরা জানতে পারবো আরো অনেক কিছু। বিশেষ করে আমাদের কি কি পাওয়ার অধিকার আছে, সে সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। এই আইন ব্যবহার করে সকল জাতি গোষ্ঠীর লোক তথ্য পাবে।

তথ্য দিয়ে সরকারের কী লাভ ?

১. সরকারের সব কাজকর্ম সম্পর্কে জনগণ জানতে পারলে তারা খুশি থাকবে এবং সবকাজে সরকারকে সহযোগিতা করবে।

২. সব কাজে সরকারের স্বচ্ছতা থাকবে।

৩. সরকার নিজেও জানতে পারবে সেবাখাতগুলো জনগণের চাহিদামতো কাজ করছে কিনা।

৪. সরকার তার কাজকর্ম সম্পর্কে যতো বেশি স্পষ্ট ধারনা দেবে, বিনিয়োগকারীরা ততো বেশি টাকা খাটাতে উৎসাহিত হবে।

৫. দুর্যোগ দুর্বিপাকের খবর মানুষ আগেভাগে জানতে পারবে বলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও কমে যাবে।

মানুষকে যদি জানানো যায় যে তাদের দেয়া করের টাকায় কি কি কাজ হচ্ছে, তাহলে মানুষ কর দিতে উৎসাহিত হবে। মানুষ কর দিতে চায় না, এ কথাটি ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে জনগণ তাদের করের টাকার কোন হিসাব পায়না বলে, কর দিতে নিরুৎসাহিতবোধ করে।

৬. দেশের প্রত্যন্ত এলাকা যেমন চরের মানুষও সঠিক সময়ে সঠিক খবরটি পাবে। আর তাতে লাভ হবে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের।

৭. সরকার সহজেই বুঝতে পারবে তাদের সেবার মান কোথায় কোথায় কমে গেছে তাতে সুশাসন নিশ্চিত হবে।

৮. জবাবদিহিতা বাড়বে ফলে দেশে দুর্নীতি কমবে।

ভুল জানা—তথ্য না জানার থেকেও খারাপ

জানার অধিকার নিশ্চিত হলে আমি একদিকে যেমন অনেক অজানা তথ্য জানতে পারবো, তেমনি অনেক বিষয় সম্পর্কে আমরা যে ভুল জানি সেটাও পরিস্কার হবে। যেমন—

সম্পত্তির ভাগ

মৃত বাবার সম্পত্তিতে অধিকার

কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না ১৯৬১ সালে এই বিধানটি বাতিল করা হয়েছে। রহিমার সন্তানরা তাদের বাবা বেঁচে থাকলে যে পরিমাণ সম্পত্তি পেতো, সেটাই পাবে। ৪৭ বছর আগে এই অধ্যাদেশ বাতিল করা হলেও এই তথ্যটি প্রচার করা হয়না বলে সাধারণ মানুষ তা জানে না এবং সবসময় প্রতারিত হচ্ছে।

কন্যা শিশুর জন্ম : মা দায়ী নয়

অনেকেই মনে করেন মেয়েশিশু জন্ম দেয়াটা মায়ের দোষ। মায়ের দোষেই কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু বিষয়টি একদম বিপরীত। সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে এটা নির্ভর করে বাবার শরীরের উপাদানের ওপর। এই উপাদানই নির্ধারণ করে সন্তান ছেলে হবে, না মেয়ে হবে।

স্কুলে পড়া সবার অধিকার

দলিত জনগোষ্ঠীর শিশুকে স্কুলে পড়তে না দেয়াটা সংবিধানবিরোধী

সৎকারের অধিকার

ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশু নয়

যে শিশুর ১৪ বছর পূর্ণ হয়নি তাকে কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে দেয়া যাবে না। তবে চিকিৎসকের প্রত্যয়ন পত্র মোতাবেক কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে নিয়োগ করা গেলেও তাকে বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কাজে নিয়োগ দেয়া যাবে না এবং তাকে দৈনিক ৫ ঘন্টার বেশি ও সপ্তাহে ৩০ ঘন্টার বেশি কাজ দেয়া যাবে না। সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত তাকে দিয়ে কোনো কাজ করানো যাবে না।

ধর্ষণের ঘটনায় সালিশ হয় না

হিল্লা বিয়ে আইনত নিষিদ্ধ

জেলা আইনগত সহায়তা তহবিল

আইনের আশ্রয় নেয়ার মতো যাদের আর্থিক সামর্থ্য নাই, এমন নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আইনী সহায়তা দিতে জেলা ও দায়রা জজের তত্ত্বাবধানে এই তহবিল থেকে বরাদ্দ দেয়া হয়। এর পাশাপাশি বৃদ্ধ, পাচারের শিকার নারী ও শিশু, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা নারী, প্রতিবন্ধী, এসিডদগ্ধ মানুষ আইনগত সহায়তা তহবিল থেকে সাহায্য পেতে পারে।

দলিত ও হরিজন অদৃশ্যতা

এদেশের প্রতিটি মানুষ আইনের চোখে সমান। একজন নাগরিক হিসেবে সবার অধিকার রয়েছে সবধরনের সুবিধাভোগ করার, সব সুযোগ গ্রহণ করার। এদেশের সংবিধান সব নাগরিকের সমান অধিকারের কথা বলে।

অথচ আমাদের দলিত ও হরিজন সমাজ প্রতিনিয়ত বৈষম্যের শিকার হচ্ছে 'নীচু জাতের মানুষ' আখ্যা দিয়ে সমাজের সকল ক্ষেত্রে তাদের বঞ্চিত করা হয়, একঘরে করে রাখা হয়। এছাড়াও হোটেল, রেস্টুরেন্টেও তাদের ঢুকতে দেয়া হয় না। ঢুকতে দিলেও খেতে দেয়া হয় আলাদা পাত্রে। এমনকি অতিথি আপ্যায়নের সময় বসতে দেয়া হয় ভিন্ন স্থানে যা মানবাধিকারের চরম লংঘন।

নারী-পুরুষের মজুরি সমান

শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ ও পরিশোধকালে একই ধরণের কাজের জন্য নারী ও পুরুষ শ্রমিককে সমান মজুরি দিতে হবে। এতে কোন বৈষম্য করা যাবে না। শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী এটা দন্ডনীয় অপরাধ।

প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার

আমাদের প্রতিটি ভবন, বাহণ হতে হবে প্রতিবন্ধী বান্ধব। অথচ ভবন বানানোর সময় বা বাহণ পরিচালনার সময় আমরা একবারও কেউ এ বিষয়টি ভেবে দেখিনা। প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক। অথচ অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এব্যবস্থা রাখা হয় না। প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য তাদের সুবিধামতো আলাদা ব্যবস্থা থাকতে হবে কারণ এটা তাদের অধিকার।

কোন কারখানায় বা অন্যকোন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত কোন নারী শ্রমিকের সাথে কোনরকম অশালীন, অভদ্রজনিত আচরণ অথবা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা যাবে না।

প্রতিবন্ধী মানুষকে সমাজ বিচ্ছিন্ন মানুষ না ভেবে তাকে পরিবারের মানুষ ভেবে সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিন। যথাযথ সহায়তা ও ভালবাসা পেলে এরা দেশের সম্পদ হয়ে দাঁড়াবে।

ভূমিহীনের অধিকার

যেকোন সরকারি খাসজমি ও জলাভূমি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ভূমিহীন, দরিদ্র, বিধবা, সহায়-সম্পত্তিহীন মানুষের রয়েছে সবার আগে অধিকার। ভূমিহীন মানুষকে এই তথ্য জানানো আমাদের সবার দায়িত্ব।

তথ্য চাইলে দিতে হবে
আইন বলেছে তাই
অজুহাত দিয়ে এড়িয়ে যাবার
কোন সুযোগ এখন যে আর নাই

নিরাপত্তা হেফাজত

আমাদের দেশে সহিংসতার সবচেয়ে বড় শিকার নারী। বিচার প্রার্থী অথবা সাক্ষী হিসেবে নারীর সুরক্ষার ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত বলে সহিংসতার শিকার নারী প্রায়শই বিপদে পড়ে এবং বিচার পায় না। অসহায় ও বিপদাপন্ন নারী বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে, অপহৃত হলে, ঠিকানা হারিয়ে ফেললে, ধর্ষণের শিকার হলে, যৌনপল্লী থেকে উদ্ধারকৃত, হুমকি ও মামলার শিকার হলে– তারা নিরাপত্তা হেফাজত বা সেফহোমে আশ্রয় নিতে পারে। নিরাপত্তা হেফাজতে নারীকে আইনগত, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত সহায়তা দেয়া হয়। এখানে আইনগত সহায়তা নিয়ে অনেক নারী পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ফিরে যাচ্ছে।

প্রতিটি শিশুর অধিকার আছে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত থাকার তার এই অধিকার পূরণ করার দায়িত্ব আপনার, আমার, সমাজ ও রাষ্ট্রের। তাকে দিয়ে বিড়ির কারখানায়, আগুনের পাশে, ভবন তৈরীর কাজে, মোটর গ্যারেজ ও ওয়েল্ডিং, ভারী যন্ত্রপাতির কাজ, আগুনের কাজ, এসিডের কাজ কারখানায় কাজ করানো যাবে না।

রোগ সারাতে রোগীর লাগে
ওষুধ আর পথ্য
প্রশাসনের রোগ সারাতে
অবাধ কর তথ্য

নিরাপদ মাতৃত্ব স্বাস্থ্য ভাউচার কার্ড

দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত ও অসহায় গর্ভবতী নারী যেন বিনাখরচে মাতৃত্বকালীন চিকিৎসা সুবিধা পেতে পারে এজন্য সরকার চালু করেছে নিরাপদ মাতৃত্বস্বাস্থ্য ভাউচার কার্ড। দেখা গেছে গ্রামে এই কার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রায়ই প্রকৃত দরিদ্র নারীরা বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে অবস্থাপন্ন ঘরের নারী এই কার্ডের সুবিধা ভোগ করছে। দরিদ্র নারীরা অনেকে এই কার্ডের কথা জানে না, জানলেও এটা জানেনা যে এই কার্ড পাওয়াটা তাদের অধিকার। অধিকার সম্পর্কে না জানলে যেমন অধিকারহীনতা বোঝা যায় না তেমনি অধিকার আদায়ও করা যায় না।

সবকিছু জেনে বিদেশ যেতে হবে

কাজের জন্য বিদেশে যাওয়ার সময় অবশ্যই অভিবাসী শ্রমিককে তার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বুঝে নিতে হবে। তাকে জানতে হবে সে কোন দেশের কোন কোম্পানীতে, কতটাকা বেতনে, কতদিনের জন্য কাজ করতে যাচ্ছে? তাকে জানতে হবে কোন রিক্রুটিং এজেন্সী তাকে চাকরির জন্য নিয়ে যাচ্ছে? আর প্লেনে চড়ার আগে তাকে বুঝে নিতে হবে জনশক্তি ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন, ভিসা, পরিচয়পত্র, বিমানের টিকেট, ওয়ার্ক পারমিট, বহির্গমণ ছাড়পত্র। তা না হলে অভিবাসী শ্রমিককে ঠকতে হবে।

শুধু তথ্য না জানার কারণে স্বাস্থ্য বিশেষ করে যৌনতা সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে অনেক সময়ই মানুষের ভুল ধারণা থাকে। শুধু ভুল নয়, বিপদজনক ধারণাও থাকে। সামাজিক ট্যাবুর কারণে কখনো খোলাখুলিভাবে বিষয়গুলো আলোচিত হয় না, থাকেনা কোন সহায়ক বই। ফলে মানুষ নিজে ভুল শেখে অন্যকেও ভুল শেখায়।

ভাল ব্যবহার ও ভালবাসা পাওয়া প্রতিটি গৃহশ্রমিকের অধিকার

আপনার বাড়িতে যে শিশুটি কাজ করছে তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, নিরাপত্তা ও বিনোদন নিশ্চিত করার দায়িত্ব আপনার। সেইসাথে তাকে নির্যাতন করা থেকেও বিরত থাকতে হবে। ভাল ব্যবহার পাওয়ার অধিকার আছে প্রতিটি গৃহশ্রমিকের।

আসুন এদের প্রতিরোধ করি নারীবান্ধব সমাজ প্রতিষ্ঠা করি

বখাটে-মাস্তানদের হাতে হয়রানির শিকার হয়ে বহু কিশোরী-তরুণী আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। কেউ বাধ্য হয় পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়ে ঘরে বসে থাকতে। কাউকে জোর করে শিশু বয়সেই বিয়ে দেয়া হয়। যারা আমার আপনার মেয়ে, বোন, মা-কে পথে-ঘাটে অপমান ও হয়রানি করে– তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এখনই এবং একসাথে।

পারিবারিক সহিংসতা

পারিবারিক সহিংসতা একটি বড় অপরাধ। এদেশের শতকরা ৪৬ ভাগ নারী বিভিন্ন বয়সে নানাভাবে পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়। পরিবারের ভেতরে কোন বয়স্ক পুরুষ সদস্য, স্বামীর আত্মীয়, সে পুরুষ বা নারী যে হোক—যদি কোন নারীকে উদ্দেশ্য করে অশালীন ভাষা ব্যবহার করে, তাকে আঘাত করে। তবে তা যৌন হয়রানি করে, আর্থিকভাবে অবহেলা করে

দুইজনে মিলে করি সংসারের কাজ হারি কিংবা জিতি নাহি লাজ

গৃহে এবং গৃহের বাইরে স্বামী আর স্ত্রী যদি একসাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করে এবং দুজন যদি দুজনের কাজে সাহায্য করে, তবে একটি সুখী ও সুন্দর পরিবার গড়ে ওঠে। সংসারের কাজে স্ত্রীকে, মাকে সাহায্য করার মধ্যে কোন লজ্জা নেই, বরং এতে পুরুষ সম্মানিত হয়। আমরা চাই প্রতিটি পরিবার হোক জেন্ডার সমতা ভিত্তিক।

কোথায় গেলে তথ্য পাওয়া যাবে ?

স্বাস্থ্য : ইউনিয়ন ও থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কমিউনিটি ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক, পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মী, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র।

জমি-জমা : ইউনিয়ন তহশিলদার অফিস, থানা ভূমি অফিস, রেজিষ্ট্রি অফিস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)কার্যালয়।

কৃষি : স্থানীয় কৃষি অফিস, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস, ব্লক সুপারভাইজার, বিএডিসি এগ্রো সার্ভিস কেন্দ্র ও মৃত্তিকা সম্পদ ইনষ্টিটিউট।

শিক্ষা : উপজেলা, জেলা শিক্ষা অফিস, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জেলা তথ্য অফিস,জেলা পরিসংখ্যান অফিস ও উপবৃত্তি প্রকল্প ও গণশিক্ষা বিভাগ

আইন : গ্রাম আদালত, থানা, পারিবারিক আদালত, জেলা আইনি সহায়তা কেন্দ্র, জেলা জজের আদালত।

স্থানীয় প্রশাসন : ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন।

প্রজনন স্বাস্থ্য : সূর্যের হাসি বা সবুজ ছাতা চিহ্নিত ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ।

উন্নয়ন : জেলা তথ্য অফিস, জেলা ও উপজেলা পরিষদ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও)।

নারী উন্নয়ন : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যক্রম, থানা ও নারী উন্নয়নমূলক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

মৎস্য : উপজেলা মৎস্য অফিস।

ঋণ : সোনালী ব্যাংক,কৃষি ব্যাংক,জনতা ব্যাংক, অগ্রনী ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংক, আশা ব্র্যাকসহ বিভিন্ন এনজিও।

পরিবেশ : স্থানীয় বনবিভাগ কার্যালয়।

দুর্যোগ : জেলা ত্রাণ অফিস,দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ও রেড ক্রিসেন্ট অফিস।

কর্মসংস্থান : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

পয়ঃনিস্কাশন : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।

ভাতা : উপজেলা সমাজ সেবা অফিস, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদ এবং..... ও অফিস।

তথ্য অধিকারের আইনগত ভিত্তি

বাংলাদেশের সংবিধান

সংবিধানের ৭ ধারায় সরকারের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে, প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণের তথ্য জানার অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

৩২ ধারায় বলা হয়েছে, যেসব বিষয় জনগণের জীবনকে প্রভাবিত করে, সেসব বিষয় সম্পর্কে তাদের জানার অধিকার রয়েছে।

৩৯ ধারায় সংবাদচিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড

জাতিসংঘ তথ্য অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার শুরুতে এর উন্নতি বিধানের জন্য ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ কমিশন অন হিউম্যান রাইটস্ মতামত পোষণ ও প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর একজন বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার নিয়োগ করে।

International covenant on civil and political Rights (ICCPR)

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার সংরক্ষিত, যা আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক চুক্তিপত্রে International covenant on civil and political Rights (ICCPR) একটি আইনগত অধিকার হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে। চুক্তিটির ১৯ অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয়েছে: প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ করা এবং প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ করা এবং যে কোনো মাধ্যম দ্বারা ও রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান, গ্রহন ও জানার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এটি সর্বজনীন আইনের আওতার মধ্যে তথ্য লাভের অধিকারকে সুদৃঢ় করেছে। বাংলাদেশ ডিসেম্বর ২০০০ সালে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রে (ICCPR) সম্মতি জ্ঞাপন করে। ফলে বাংলাদেশ দেশের সকল নাগরিকের তথ্যপ্রাপ্তির মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে আইনগতভাবে বাধ্য।

© 2015 issuu pdf downloader. All right reserved. Privacy Policy